10

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে থমথমে অবস্থা ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন

।।আকমল হোসেন।।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া)।– আড়াই মাস বন্ধ থাকার পরও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিরিক্ত আমর্ড পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিচয়পত্র ছাড়া কোন ছাত্র–ছাত্রীকে আবাসিক হল এবং ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না। আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি খুব কম। ছাত্রদের দেহ তল্লাশি আর ছাত্রীদের ব্যাগ তল্লাশি করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। ছাত্রদের মুখ বাঁধা প্রতিবাদের ভাষা নেই। একমাস ক্যাম্পাসে মিছিল মিটিং ও সমাবেশ নিষিদ্ধ।

গত ৫ই জুলাই ইসলামী ছাত্রশিবিরের হাতে পাঁচজন সম্মানিত শিক্ষক লাঞ্ছিত এবং ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যেকার সংঘর্ষের কারণে দীর্ঘ ৭৪ দিন বিশ্ব–বিদ্যালয় বন্ধ থাকার পর ১৯শে সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হয়েছে। ছাত্র–ছাত্রীদের পরিচয়পত্র ছাড়া ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনে পরিচয়পত্র না আনার কারণে অনেক ছাত্রছাত্রী ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারেনি। ক্যাম্পাসের সকল ফটকে পুলিশ মোতায়েন ছিল। ছাত্রদের দেহ তল্লাশি আর ছাত্রীদের ব্যাগ তল্লাশি এবং ক্যাম্পাসে কোন ধরনের ব্যাগ না আনার জন্য প্রক্টর পরামর্শ দিয়েছেন।

অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন ঃ ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে ঝিনাইদহ হতে অতিরিক্ত দুই প্লাটুন আর্মড পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে। পুলিশ আসামী ধরতে তৎপর। ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলের প্রায় শতাধিক নেতা–কর্মীর নামে মামলা থাকায় তারা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারছে না। আবাসিক হলগুলোতে উপস্থিতির সংখ্যা খুবই কম।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধি ঃ ক্যাম্পাসে মিছিল–মিটিং বন্ধ। ছাত্রছাত্রীর প্রতিবাদের ভাষা স্তব্ধ করে প্রতি ছাত্রের বার্ষিক ৫৪৫ টাকা পরিবহন ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। ১৯৯৩–৯৪ সেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ খাত হতে ১৫ লাখ টাকা হতে বাড়িয়ে ২৪ লাখ টাকা আয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাগিদ দিয়েছে। মঞ্জুরি কমিশনের প্রস্তাব মতে বাস ভাড়া বাড়ানো হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে।

প্রক্টরের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঃ প্রক্টরের কার্যক্রমে নিরপেক্ষতা হারানোর অভিযোগে ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দের আচরণে ক্ষুব্ধ প্রক্টর মোশাররফ হোসেন পদত্যাগ পত্র দাখিল করলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা বাতিল করে দেন।

শিক্ষক সমিতির তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশে বিলম্ব ঃ গত ৫ই জুলাই ছাত্র শিবিরের হাতে ৫ জন শিক্ষক লাঞ্ছিতের ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি। সন্ত্রাসী ছাত্ররা এখনও গ্রেফতার হয়নি।